নচিকেতা সিডনী নাচিয়ে গেল

বনি আমিন

গেল সপ্তাহের বন্ধের দিন শনিবার ১৩ই জুন 'গরিবের জলসাঘর' বলে খ্যাত সিডনী মহানগরের পাঁজরে অবস্থিত নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের জন ক্ল্যানসি অডিটোরিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ প্রবাসীদের একটি সংগঠন স্বল্প খরচে একটি 'বাম্পার' সঙ্গিতানুষ্ঠান করে ফেল্লেন। 'জন্ম হোক যথা তথা - - -' প্রবাদের মতই বলতে হয় 'গান হোক যথা তথা শিল্পী হোক ভালো।' পিঁপড়ের পেট গেলে চিনির দানা খসিয়ে নেয়া শিক্ষায় শিক্ষিত 'হিসেব সচেতন' পশ্চিমবঙ্গের দাদারা বরাবরের মত এবারো একজন বড়মাপের শিল্পীকে কনসার্ট হল নয় এমন একটি 'হল-ঘরে' উপস্থাপন করলেন। আর এই অভাগা শিল্পী ছিলেন এযুগের জীবনধর্মী প্রখ্যাত গায়ক নচিকেতা, সঙ্গিত জগতে যাকে কলিযুগের কৃষ্ণ বল্লে অত্যুক্তি হবেনা। তার গানে সঙ্গত করার জন্যে সাথে এসেছিলেন তিনজন 'হাত'। একজন তবলা, একজন গীটার ও অন্যজন কীবোর্ডের জন্যে। গান হয়েছে বেশ, নচিকেতার গান ও একাধারে তার রসালো উপস্থাপনায় মোহাবিষ্ট হলভর্তি সকল দর্শক-শ্রোতাদের চোখ-কান সেঁটে ছিল আদি-অন্ত মঞ্চের দিকে। সেদিকটা বিবেচনা করলে আয়োজক সংগঠনটিকে সাধুবাদ দিতেই হয়। কারণ গত অর্ধদশক ধরে সিডনীস্থ এপাড় ওপাড় বাংলার কয়েকটি সংগঠন ষষ্টাঙ্গ গড়-প্রণাম করেও নচিকেতাকে সিডনীতে আনতে পারেননি। শেষপর্যন্ত 'ক্ষুদ মেশানো ভাতের সাথে আস্ত ডিমের আর্ধেকটা দিয়ে তৃপ্তিভরে খেয়ে নেয়া' এই দাদাদের কপালেই নচিকেতার সিকেটি ছিড়লো। তবুও অকৃপণ হৃদয়ে বলতে হয় 'সা-ধু - সা-ধু'।

নচিকেতাকে নিয়ে নুতন করে লেখার কিছু নেই, যার সামান্যতম সারগাম জ্ঞান আছে অথবা যিনি সমাজ সচেতন তিনি বুঝবেন নচিকেতা কত বড় মাপের শিল্পী। বয়সের তুলনায় তিনি মেধা ও সুরের গভীরতায় অনেক এগিয়ে। নচিকেতা একজন মৌলিক গীতিকার ও সুরকার হিসেবেও বেশ খ্যাত। তিনি গায়কের চেয়েও সুরকার হিসেবেই যথেষ্ঠ শক্তিমান। তিনি কলমে বারুদ ভরে গান লিখেন আর সেজন্যেই তার কণ্ঠ থেকে সুরের আগুন বেরোয়। চটুল ও শ্রুতিমধুর সুরে সমাজের মন্দ দিক নিয়ে গাওয়ায় তার জুড়ি নেই। কিন্তু অনেকে হয়তো জানেনা রাগভিত্তিক গানে নচিকেতা কত পারদর্শী। মোদ্দাকথা, শিল্পী হিসেবে তার কোন জুড়ি নেই। আর সেজন্যেই এপাড়-ওপাড়, দুপাড়েই তার কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে আন্দোলিত করে আধুনিক সমাজের আমজনতাকে।

সন্ধ্যে ৭.১৩টায় মঞ্চে প্রবেশ করে মাঝে ৩২ মিনিটের বিরতি নিয়ে রাত ৯.২১টা অবধি তিনি গেয়েছিলেন। উক্ত সময়টিতে রসমাখা কথা সহ নচিকেতা সর্বসাকুল্যে গান শুনিয়েছেন কুড়িটি। শ্রোতাদের মুর্হুমুহু করতালিতে পুরো হল ছিল সর্বদা সরগরম, কোথা থেকে যে মুহুর্তে সময় ফুরিয়ে গেছে কেউ টের পায়নি। সে কারণে অনুষ্ঠান শেষে অতৃপ্ত দর্শকরা চেঁচিয়ে ওঠেন 'ওকি! শুধু চা নিমকি খাইয়ে ভরদুপুরে বৌদি বিদেয় করলো?' আসলে ব্যাপারটা তাই হয়েছিল, মাছের মুড়িঘন্ট,

সর্ষেবাটা ইলিশ আর পোলাও খাওয়ার আশা নিয়ে যারা সেদিন দাদা-বৌদিদের নেমন্তন্নে গেছেন তারা সকলে চোঁ চোঁ পেটে ঘরে ফিরেছিলেন।

নচিকেতা প্রথমবারের মত সিডনীতে অনুষ্ঠান করতে আসবেন শুনে দু'বাংলার প্রবাসী বাঙালীদের মাঝে বেশ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সংগঠনটি গত নভেম্বর থেকেই তাদের প্রচারণা শুরু করেন। কিন্তু দর্শক শ্রোতাদের উৎসাহে আচানক ভাটা পড়তে শুরু করে যখন সকলে শুনতে পেল নচিকেতা কোন কনসার্ট হলে নয় একটি সাধারণ 'অডিটোরিয়ামে' গান করবেন। জন ক্ল্যাঙ্গি হলটি সেমীনার ও সিম্পোজিয়ামের জন্যে একটি স্বয়ংসম্পুর্ন ও অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম বটে, তবে গান করার মত কনসার্ট হল নয় এটি। তবুও খরচের কথা বিবেচনা করে গত দু'দশক ধরে দরিদ্র দেশের, বিশেষ করে বঙ্গভাষী, মাইগ্রেন্টরা দেশ থেকে হতভাগা শিল্পীদের এনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর ন্যায় এখানে তাদের সঙ্গিতানুষ্ঠান করেন। তৃপ্তি সহকারে কোন শ্রোতা এ অডিটোরিয়ামে কখনো গান শোনেননি বলে সিডনীর সাংস্কৃতিক বাজারে বেশ অপবাদ আছে। উক্ত হলে গান করতে এসে 'অডিও সিষ্টেমের' হ্রেষা রবে হোঁচট খেয়ে আহত হয়েছেন অনেক নামি দামি শিল্পী। নচিকেতাও একি চক্করে পড়েছিলেন সেদিন। অডিও সমস্যার লা-রে-লা-প্পা নিয়েই অনুষ্ঠানের আর্ধেক সময় সেদিন পার হয়ে গিয়েছিল। সুর শুনছে অথচ গানের কথা বুঝছেনা বলে শ্রোতারা প্রায় সকলেই সমস্বরে চিৎকার করে উঠে। টিকেটের সাথে মাথাগুনে লোক ঢুকানোর ব্যাপারে দাদারা বেশ সচেতন থাকলেও মঞ্চে মাইকগুলোর পজিশন ঠিক করা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিলনা।

বিশেষ গোত্রের দুজন বাংলাদেশী সহ আয়োজক সংগঠনের কয়েকজন কর্মকর্তা

উক্ত হলের আসন সংখ্যা প্রায় ৯৩০টি। সামনের সারিতে শ'ডলার মূল্যের ডজনখানেক আসন ছাড়া পুরো হলটি ছিল দর্শকে ঠাঁসা। গত কয়েক বছরে কোন শিল্পীর অনুষ্ঠানে এত শ্রোতা সমাগম হয়নি বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। আয়োজকরা খরচ বিষয়ে আরেকটু উদার হয়ে আরো বেশী আসন বিশিষ্ট কোন কনসার্ট হলে অনুষ্ঠানটি করলেও নচিকেতার অনুষ্ঠানে শ্রোতার অভাব কখনো হতো না। বাংলাদেশী কয়েকজন আনাড়ি তরুণ উদিয়মান-শিল্পী হাবিব ও অস্তগামী-গায়ক ফেরদৌস ওয়াহিদকে ২৫০০ আসনের এ্যানমোর থিয়েটারের মত কনসার্ট হলে এনে যদি অনুষ্ঠান করতে পারেন তবে নচিকেতাকে কেন পশ্চিমবঙ্গের তারা পারেননি। অনেকে বলেন ব্যঞ্জনভোজিরা সবসময় পয়সা বাঁচানো ধান্দায় থাকে। তৃনভোজির মত ওদের মাথা ঠান্ডা হলেও হিসেবের বেলায় ওরা বড় কঠিন। নচিকেতার জন্যে হল ভাড়া করা হয়েছে মাত্র রাত দশটাব্দি, যাতে ন'টায় অনুষ্ঠান শেষ করে দশটায় কনসিয়ার্সকে হলের চাবি বুঝিয়ে দেয়া যায়। নচিকেতাকে গানের সংখ্যা গুনে গুনে চুক্তি করে আনা হয়েছিল, সময় ধরে নয়। যারফলে বরাবর কুড়িটি গান গাওয়ার পর কিছু না বলে নচিকেতা মঞ্চ থেকে আচানক হাওয়া হয়ে যায়। [প্রতি গানে ৮০ ডলার চুক্তি, টেক্সি মিটারের মত, গানের সংখ্যার সাথে সাথে পয়সাও বাড়বে, 'হাত' এর খরচ আলাদা। কিন্তু দাদারা

পকেটে হাত চেপে রাখেন, পনেরোটা গানের পর থেকে নেপথ্যে তারা ইঙ্গিত দেন 'ঢের হয়েছে, আর না।'] কিন্তু শিল্পীর এরূপ অশোভন প্রস্থানে সকল দর্শক শ্রোতা মর্মাহত হয়েছিলেন। শেষাব্দি শ্রোতাদের চাপে আয়োজকবৃন্দ বলে-কয়ে এবং ফুলের তোড়া দেয়া হবে লোভ দেখিয়ে শিল্পীর 'পিঠ চুলকিয়ে' পুনরায় মিনিট কয়েকের জন্যে মঞ্চে ফিরিয়ে এনেছিলেন। যারফলে আরো একটি গান গেয়ে নচিকেতা ফুলের তোড়া হাতে সকলের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেয় নেন। তড়িঘড়ি অনুষ্ঠান শেষ করা বিষয়ে পরেরদিন মেলবোর্নে আরেকটি শো'তে শিল্পী ভোরে উড়ে যাবেন বলে আয়োজকরা একটি খোঁড়া যুক্তি দেখিয়েছিলেন। বোঝা গেছে পয়সা বাঁচাতে গিয়ে এখানেও দাদারা নচিকেতাকে সিডনী-মেলবোর্ন ভাগাভাগি করেই এনেছিলেন।

আয়োজকদের অর্থনৈতিক সংকীর্ণতা ও শিল্পীকে অন্যস্থানে খ্যাপ্ মারার জন্যে 'সাব-লেট' দেয়া নাহলে সেদিন একটি পরিপূর্ন অনুষ্ঠান তারা করতে পারতো। পুরো হলে চোখ বুলিয়ে দেখা গেছে ৭০% দর্শক বাংলাদেশী। সকলেই জানে সিডনীতে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি শিল্পীর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মত, কিন্তু তার উল্টোটি কখনো অদ্যাব্দি হয়নি। অর্থাৎ বাংলাদেশী নামি দামি কোন শিল্পীদের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের কাউকে আসতে দেখা যায়না। জিজ্ঞেস করলে দাদার সহজ উত্তর, 'আজ্ঞে না, নাম শুনিনি কক্ষোনো', হেঁসেল থেকে বৌদিদি গলা বার করে বলেন, 'হ্যাঁ-গা উনি কে গো!!!' সিডনীতে প্রখ্যাত লোকসঙ্গিত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, আধুনিক গানের শিল্পী সুবির নন্দি, সৈয়দ আবদুল হাদী, সাবিনা ইয়াসমীন অথবা তিনদেশের কোকিল-কণ্ঠি খ্যাত রুনা লায়লা'র অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কোন শ্রোতা দেখা যায়নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বাজারে একটি চলতি প্রবাদ আছে, 'বাংলাদেশের পাঠক-বাজার লক্ষ্য করেই পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের কলম চলে।' তারা জানেন বাংলাদেশের পাঠক হারালে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল সাহিত্যিক ও পুস্তক ব্যবসায়িকে ছাতু খেয়ে দিন কাটাতে হবে। পদ্মার ইলিশ দিয়ে নয় বড়জোর গুটি কয়েক থানকুনি পাতার ঝোল আর ঝিঙে চচ্চরি দিয়েই ভাত খেতে হবে ঐ লেখকদের। সিডনীতেও একই অবস্থা, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীরা এখানে অনুষ্ঠান করতে আসেন মূলত বাংলাদেশী শ্রোতাদের উপস্থিতির কথা বিবেচনা করে। তবুও মঞ্চে যখন গান করেন মনে হয় কোলকাতার কোন ফাংশানে তারা গান করছেন। বাংলদেশীদের আবেগ ও চাহিদাকে ঘুনাক্ষরেও তারা পাত্তা দেননা। মনে করেন 'অঙ্গরাজ্যে'র বাসিন্দা, তাদের আবার এতো আবদার কিসের! নচিকেতার মাঝে এ মনোভাব কিছুটা আঁচ করা গেছে বলে কিছু দর্শক হতাশ হয়েছিলেন সেদিন। জীবন্ত কিংবদন্তি শ্রদ্ধেয় মান্না দে-ও বাংলাদেশী শ্রোতাদেরকে সিডনীতে বারবার অবজ্ঞা করে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পুজা ও কালচার নামক একটি সংগঠন তাঁকে যখন ২০০১ সনে সিডনীতে অনুষ্ঠান করতে এনেছিলেন তখনো তিনি ভেবেছিলেন ওরা বুঝি 'কোলকাতারই ছেলে'। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন কেউ কেউ, যেমন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডঃ অনুপ ঘোষাল ও

হল-ঠাঁসা দর্শক। ক্যামেরার ল্যান্সে শুধু তাদের একাংশ ধরা পড়েছে।

হৈমন্তি শুক্লা। তারা বাংলাদেশীদের উপস্থিতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছিলেন। বাংলাদেশীরা টিকেট কিনে বারবার পশ্চিমবঙ্গের আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, এবারো তাই হয়েছে। কেন এমন হয় প্রশ্নের জবাবে কোলকাতার এক দাদা বল্লেন 'বাংলাদেশীদের মাঝে আমাদের এজেন্ট আছে, কিন্তু আমাদের মাঝে ওদের কোন এজেন্ট নেই।' সংক্ষিপ্ত অথচ এই ভারী বাক্যটি বিশ্লেষন করলে অনেকের বুকে প্রচন্ড ধাক্কা লাগবে। পশ্চিমবঙ্গের কোন শিল্পী আসার নাম ঘোষনা হলেই দেখা যায় বাংলাদেশী কমিউনিটির একটি বিশেষ গোত্রের কিছু ব্যক্তি কাঁধে নক্শাওয়ালা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে সপরিবারে দু'হাতে টিকেট ও হ্যান্ডবিল নিয়ে বিভিন্ন মেলায় প্রচারে নেমে পড়েন। ঘরে ঘরে টেলিফোন করে টিকেট পুশ-সেল করেন। ওদের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে মুক্তি দিতে অনূঢ়া ভগ্নির জন্যে পাত্র খুঁজতে ওরা আদা-জল খেয়ে মাঠে নেমেছেন। আর যিনি পশ্চিমবঙ্গে বিয়ে করেছেন তার দায় যেন আরো বেশী। তাদের ভুমিকা অনেকটা ঘরজামাইয়ের মত। দিনের আলোতে পদ্মাপাড়বাসী আর রাতের আঁধারে এরা গঙ্গাপাড়বাসী। কারণ রাতে বিছানাকে কেউ রণক্ষেত্রে পরিণত করতে চায়না। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, পরিবেশ বিজ্ঞানী ডঃ নারায়ন দাস, ডঃ স্বপন পাল, একুশে একাডেমীর প্রাক্তন সভাপতি নির্মল পাল, বিশিষ্ট তবলা বাদক জন্মেজয় রায়, সমাজকর্মী প্রদ্যুৎ সিং চুন্নু, বিকাশ নন্দী, এবং মৃণাল দে'র মত ব্যক্তিত্বদের নাম ও ফোন নং পশ্চিমবঙ্গের কোন সঙ্গিতানুষ্ঠানের প্রচারপত্রে অদ্যাব্দি দেখা যায়নি। সাধারণ দর্শক হয়ে আর দশজনের মত তারাও হয়তবা এসকল অনুষ্ঠানে যান এবং সমব্যথায় ব্যথিত হন নিজ মাতৃভূমিকে যখন উপক্ষিত দেখেন। আগামীতে সিডনীতে পশ্চিমবঙ্গের কোন অনুষ্ঠানে তথাকথিত কোন্ কোন্ বাংলাদেশী গলায় গামছা ঝুলিয়ে প্রচারে নামেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বনি আমিন, ১৫/০৬/২০০৯, সিডনী

মঞ্চে থেকে নচিকেতা প্ররো হলে আনন্দের উত্তেজনা ছড়িয়ে দিচ্ছেন

অনুষ্ঠানের আরো ছবি দেখার জন্যে এখানে টোকা মারুন